মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

www.jessoreboard.gov.bd

স্মারক সংখ্যা-বিঅ-৬/৩৭.১১.৪০৪১.৫০১.০১.৬.২০.১৮৬১৭ তারিখ : ১৫-০৯-২০২৪ খ্রি.

বিষয় : তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল প্রসঙ্গে।

সূত্র : প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল মালেক গাজী-এর গত ১২-০৯-২০২৪ তারিখের অনলাইন আবেদন (আইডি-২৮৬৩৮)।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সাতক্ষীরা জেলার সদর উপজেলাধীন নবারুন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়-এর প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল মালেক গাজী এর বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক জনাব কবীর আহমেদ একটি অভিযোগ দখিল করলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা-কে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য অত্র বোর্ড পত্র প্রদান করেন। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার মাধ্যমে তদন্ত প্রতিবেদন সম্পন্ন করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করলে প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল মালেক গাজী উক্ত দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন তথ্যকিপূর্ণ ও একপেশে হয়েছে বলে মনে করায় তিনি পুনরায় তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য আবেদন দাখিল করেছেন।

এমতাবস্থায়, বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক জনাব কবীর আহমেদ-এর দাখিলকৃত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য আপনাকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

অভিযোগের ছায়া কপি সংযুক্ত

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে
স্বাক্ষরিত
(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
০২৪৭৭৭৬২৭০৫

জেলা প্রশাসক
সাতক্ষীরা

স্মারক সংখ্যা-বিঅ-৬/৩৭.১১.৪০৪১.৫০১.০১.৬.২০.১৮৬১৭(৬) তারিখ : ১৫-০৯-২০২৪ খ্রি.

অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।
২। জেলা শিক্ষা অফিসার, সাতক্ষীরা।
৩। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।
৪। প্রধান শিক্ষক, নবারুন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।
৫। অভিযোগকারী জনাব কবীর আহমেদ. সিনিয়র শিক্ষক।
৬। অফিস নথি।

১৫-০৯-২০২৪
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

তারিখ ঃ ৫/১২/২০২৩ ইং

বরাবর,
বিদ্যালয় পরিদর্শক
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড,
যশোর।

বিষয়ঃ- নিয়োগ ও এম,পি,ও, জালিয়াতির মাধ্যমে ভূয়া ও মিথ্যা তথ্য দিয়ে সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) ও প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ এবং দুর্নীতি প্রসঙ্গে।

জনাব,
যথাবিহীত সম্মান প্রদর্শন পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে আপনার বরাবর অভিযোগ জানাইতেছি যে, নবারুণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা এর সনদ জালিয়াতি, ভূয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল মালেক গাজী, একজন জাল-জালিয়াতিকারী এবং দুর্নীতিগ্রস্থ ব্যক্তি হইতেছে। যোগ্যতা না থাকা স্বত্বেও মিথ্যা তথ্য প্রদান পূর্বক সহকারি শিক্ষক (কম্পিউটার) এবং প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার সকল মিথ্যা তথ্য এবং সনদ জালিয়াতি ও দূর্নীতির প্রমানসহ নিম্নে প্রদান করা হলো। যেমনঃ-

১। স্মারক নং ৫/৩৭/০১ তারিখ ঃ- ০৬/১১/০১, প্রেরক, প্রধান শিক্ষক কারিমা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সাতক্ষীরা অত্র দপ্তরের স্মারক ৪০৮১/২ তারিখ ঃ ০১/০৮/০১ এর জবাব দাখিল করিয়াছেন। প্রধান শিক্ষক কারিমা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তাহার বিদ্যালয়ে ৯ম শ্রেণিতে কম্পিউটার বিষয় খোলার জন্য আবেদন করিয়াছেন এবং উক্ত বিষয়ের শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল মালেক গাজী, এম,পি,ও, ভুক্ত নন এবং জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক কম্পিউটার বিষয় খোলার পরিদর্শন প্রতিবেদন বোর্ডে যায় নাই মর্মে প্রধান শিক্ষক তাহার আবেদনে উল্লেখ করিয়াছেন। এমতাবস্থায় বিদ্যালয়টি পরিদশর্নের আদেশ দানের জন্য নথি পেশ করা হইল মর্মে উপপরিদর্শক খুলনা অঞ্চল, খুলনা স্বয়ং বিদ্যালয় উপপরিদর্শক পরিদর্শন করবেন মর্মে ২২/১১/২০০১ইং তারিখে ফাইল নোটে স্বাক্ষর করেন (প্রমানক সংযুক্ত)। কিন্তু তার আগেই ০১/১০/২০০১ইং তারিখে তিনি এম,পি,ও, ভুক্ত হয়ে যান। যশোর শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক যে কোন একজন কর্মকর্তাকে বিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিষয় খোলার বিষয়ে একজন কর্মকর্তাকে বিদ্যালয় পরিদর্শন পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ প্রদান করে ফাইল নোটে স্বাক্ষর করেন ০৯/১০/২০০১ইং তারিখে। কিন্তু তার আগেই ০১/১০/২০০১ইং তারিখে তিনি এম,পি,ও, ভুক্ত হয়ে যান। উপপরিচালক মহোদয়ের সুপারিশ এর মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, যশোর এর স্মারক নং- বিঅ/১৭৮/২১৪৯(৭) তারিখঃ- ৩১/০৭/২০০২ ইং তারিখে কারিমা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিষয় খোলার অনুমোতি প্রদান করেন।(সংযুক্ত প্রমাণক) কিন্তু যশোর শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের পূর্বেই জনাব মোঃ আব্দুল মালেক গাজী ০১/১০/২০০১ইং তারিখে এম.পি.ও ভুক্ত হয়ে যান।

২। কম্পিউটার শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন ২০-০৬-১৯৯৯ ইং এবং কম্পিউটারের তিন মাসের দক্ষতা সনদ পান ২২-১২-১৯৯৯ ইং। অর্থাৎ তিন (০৩) মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে সনদ পাওয়ার ৬ মাস ০২ দিন আগেই কম্পিউটার শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন কারিমা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (সংযুক্ত প্রমাণক)।

উল্লেখ্য যে, সরকারি নিয়োগ বিধি অনুযায়ী কোন ব্যক্তি কম্পিউটার শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতা হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাস কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সনদ থাকা বাধ্যতা মূলক।

চলমান পাতা-০২

৫/১২/২৩

৩। প্রধান শিক্ষক হওয়ার প্রধান শর্ত হলো বি.এড পাশ করতে হবে। প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল মালেক গাজী ০৯/০৬/২০১৪ইং তারিখ প্রধান শিক্ষক হিসেবে নবারুন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তিনি ২০০৮ সালে দারুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এড পাশ করেন, কিন্তু দারুল এহসান বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৬ সাল থেকে বাতিল ঘোষণা করা হয়। তাহলে উক্ত প্রধান শিক্ষক ২০১৪ সালে কিভাবে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন বিষয়টি খতিয়ে দেখার অনুরোধ করছি।

৪। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নীতিমালা এবং জনবল কাঠামো ১৯৯৫ অনুযায়ী সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) (সরকারি নিয়মানুযায়ী কম্পিউটার শিক্ষা প্রবর্তিত হলে) স্নাতক ২য় শ্রেণীর ডিগ্রী। নট্রামস বা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান হতে কম্পিউটারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে। শুধুমাত্র কম্পিউটার শিক্ষকের ক্ষেত্রে সকল পরীক্ষায় ২য় বিভাগ থাকা আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, উক্ত শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল মালেক গাজী তখন স্নাতক পরীক্ষায় ৩য় বিভাগে পাশ ছিল। তিনি ২০০৫ সালে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ পাশ করেন। যেটা উচ্চ মাধ্যমিক ও বি.এ পাশের মধ্যে ১৪ বছরের শিক্ষা বিরতীর প্রমাণ বহন করে। তাহলে উক্ত শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল মালেক গাজী কিভাবে কম্পিউটার শিক্ষক হিসাবে যোগদান করলেন বিষয়টি তদন্ত পূর্বক খতিয়ে দেখার অনুরোধ করছি।

৫। যশোর শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক কারিমা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিষয় খোলার অনুমোদন দেন ৩১-০৭-২০০২ ইং তারিখে কিন্তু কম্পিউটার শিক্ষক হিসাবে এম,পি,ও ভুক্ত হন ০১-১০-২০০১ ইং তারিখে। বিষয়টি তদন্ত পূর্বক খতিয়ে দেখার অনুরোধ করছি।

"দুর্নীতির তথ্য"

১। প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল মালেক গাজী নবারুণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে যোগদান করেন ০৯/০৬/২০১৪ ইং তারিখে। যোগদান করেই উক্ত শিক্ষক সেকায়েপ এর স্মারক নং- সেকায়েপ/কোয়ালিটি/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উদ্দিপনা/ ১০/২০১৪/৪৮২ তারিখ ঃ১৯/০৬/২০১৪ এর নিদের্শনা মতে নাবরুণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি শ্রেষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এর স্বীকৃতি স্বরুপ ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উদ্দীপনা পুরুস্কার লাভ করেন। এবং সেকায়েপ কর্তৃক স্মারক নং- সেকায়েপ/কোয়ালিটি/ইন্সটিটিউট ইনসেন/৬০/২০১০/৫৯৪(৪) তারিখ ২৫ জুন ২০১৪ এর মাধ্যমে উদ্দীপনা পুরুস্কার গ্রহনে শিক্ষকদের মধ্যে বন্টন নীতিমালা প্রকাশ করে পত্র প্রেরণ করেন (সংযুক্ত প্রমানক)। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী উদ্দীপনার ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকার প্রাপ্যতা ছিলেন পূর্বের প্রধান শিক্ষক সহ সকল শিক্ষক কর্মচারী। কিন্তু অত্যান্ত দুঃখের বিষয় প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল মালেক গাজী উদ্দীপনার টাকার প্রাপ্যতা না হওয়া স্বত্তেও তিনি ম্যানেজিং কমিটিকে ম্যানেজ করে সমুদয় টাকা আত্নসাৎ করেন। বিষয়টি তদন্ত পূর্বক খতিয়ে দেখার অনুরোধ করছি।

২। প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল মালেক গাজী সহকারী শিক্ষক (কম্পিউটার) সূচক নং- ৫১৫১০০ এর সকল পরীক্ষায় ২য় বিভাগে পাশ থাকায় ২৪/১০/১৯৯৫ইং তারিখের জনবল কাঠামো অনুযায়ী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক/কর্মচারীদের প্রাপ্য স্কেল মোতবেক ২৫৫০/- টাকার স্কেলের পরিবর্তে ৩৪০০/- টাকার স্কেলে ভাতাদির সরকারি অংশ পাইতে পারেন বলে জেলা শিক্ষা অফিসার (সাতক্ষীরা) জনাব ছারিয়া খানম উচ্চতর স্কেলের ফাইলে স্বাক্ষর করেন, কিন্তু ঐ সময় প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল মালেক গাজী স্নাতক পর্যায়ে ৩য় শ্রেণিতে পাশ ছিলেন। বিষয়টি সিনিয়র স্কেল পাওয়ার যোগ্যতা রাখে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

চলমান পাতা-০৩

০১/১২/২৩

৩। সরকারি বিধি বিধান অনুযায়ী বিদ্যালয়ে 'ক' ও 'খ' শাখা চালু থাকলেও প্রধান শিক্ষক কর্তৃক নিয়োগকৃত খন্ডকালীন (আনুমানিক ৩৫) জন শিক্ষক যাদের প্রধান বাবুল গাজী এবং বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের শিক্ষক দিয়ে (যাহারা উক্ত বিদ্যালয়ের পার্ট টাইম শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত আছে) ৩য় শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণির সকল ছাত্র-ছাত্রী এবং ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত (রোল নং- ১ থেকে ৬৫ পর্যন্ত) সকল ছাত্রীদের নিয়ে "গ" ও "ঘ" শাখা নামে প্রত্যেক শ্রেণিতে আলাদা দুইটি শাখা খুলেছে যাহা সরকারি নিয়ম নীতির পরিপন্থি। আবার উক্ত দুইটি শাখার সকল ছাত্রীদের খন্ডকালীন শিক্ষকদের কাছে কোচিং করা বাধ্যতা মূলক। যাদের মাসিক ফি শ্রেণি ভেদে ৬০০/- (ছয়শত) টাকা থেকে ৮০০/- (আটশত) টাকা নিদ্ধারন করা হয়েছে। সে মতে কোচিং সেন্টার থেকে মাসিক ৪,৬২,০০০/- (চার লক্ষ বাষট্টি হাজার) টাকা যাহা বছরান্তে ৪৫,৯৮,২৪০/- (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার দুইশত চল্লিশ) টাকা আনুমানিক। উক্ত বিষয়টি তদন্ত পূর্বক খতিয়ে দেখার অনুরোধ করছি।

৪। নবারুণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ১০৮০ জন ছাত্রীর নিকট থেকে ষষ্ট শ্রেণির ভর্তি ফি ১২০০/- টাকা এবং অন্যান্য শ্রেণিতে সেশন চার্জ বাবদ ১২০০/- টাকা সহ মাসিক বেতন শ্রেণি ভেদে ১৫০/- থেকে ২৫০/- পর্যন্ত এবং দুটি পরীক্ষার ফিস ৩৩০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত মোট এক বছরে স্কুলের আয় হয় ৪৯,৩৯,৪২০/- (ঊনপঞ্চাশ লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার চারশত বিশ) টাকা। সে মতে ৯ বছরে বিদ্যালয়ের মোট আয় হয় ৪,৪৪,৫৪,৭৮০/- (চার কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার সাতশত আশি) টাকা আনুমানিক।

৫। বিদ্যালয়ের ছাত্রীর সংখ্যা বেশি এই অজুহাত দিয়ে বিদ্যালয়ে সরকারি নিয়োগ কৃত শিক্ষকদের উপেক্ষা করে বিদ্যায়ের প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আব্দুল মালেক গাজী ৩৫ জন বহিরাগত (পার্ট টাইম) শিক্ষক অবৈধভাবে নিয়োগ করেন। যাদের মাসিক বেতন দেন যৎসামান্য। উক্ত শিক্ষকরা টিউশনি ও কোচিং থেকে টাকা পাওয়ার লোভে যতসামান্য বেতনেও উক্ত স্কুলে পার্ট টাইম শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। উল্লেখ্য যে, পার্ট টাইম শিক্ষক গুলো অধিকাংশই অবিবাহিত হওয়ায় বিভিন্ন সময় ছাত্রীরা বিভিন্ন সময় নানান সমস্যার সম্মুখিন হয়।

৬। হোপ ফর দ্যা পুওরেষ্ট(এইচপি) এর সহযোগীতায় বিদ্যালয়ে কিশোরী টয়লেট প্রদান করা হয়। যার উদ্বোধন করেন জনাব মোঃ নাজমুল আহ্সান, মাননীয় জেলা প্রশাসক,সাতক্ষীরা। কিন্ত উক্ত কিশোরী টয়লেট এবং একটি কমফোর্ট জোন সার্বক্ষনিক বন্ধ রাখা হয়। যাহা ছাত্রীরা তাদের বিশেষ প্রয়োজনের সময় সমস্যার সম্মুখিন হয়।

৭। নতুন তৈরিকৃত বিল্ডিং -এ ষষ্ট শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত সৃজনকৃত "গ" ও "ঘ" শাখার ছাত্রীরা ব্যতিত "ক" ও "খ" শাখার ছাত্রীদের প্রবেশ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ এবং উভয় বিল্ডিং এ প্রবেশের পথটি তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছে। উক্ত বিষয়টি তদন্ত পূর্বক খতিয়ে দেখার অনুরোধ করছি।

অতএব, মহোদয়ের নিকট আমার আকুল আবেদন এই যে, যাহাতে উক্ত শিক্ষকের জালিয়াতির তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয় তাহার ব্যবস্থা দানে জনাবের একান্ত মর্জি হয়।

বিনীত নিবেদক

05/12/23

মোঃ কবীর আহমেদ, সিনিয়র শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা)
মুন্সিপাড়া, সাতক্ষীরা।
মোবাইল ঃ ০১৭২৪-৪৬৮৮৮৩

নবারুণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, সাতক্ষীরা

এম,পি,ও কোড : ৬১০৫০১১৩০৬ বিদ্যালয় : ৪৭৫২ স্থাপিত : ১৯৬৯ টেলিফোন : ৬৩৫৬৭ EIIN : 118809
E-mail : nabarunghs@gmail.com Web : www.nabarungirlshighschool.edu.bd Cell : 01780774231

স্মারক নং : ন/উ/বা/বি-৪৩৭ তারিখ :

বরাবর,

বিদ্যালয় পরিদর্শক,

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড,

যশোর।

বিষয় : সাতক্ষীরা সদর উপজেলাধীন নবারুণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এর বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদনটি তথ্যকিপূর্ণ এবং একপেশে হওয়ায় পুণরায় তদন্তের আবেদন প্রসঙ্গে।

সুত্র : আপনার প্রেরিত পত্র স্মারক সংখ্যা-বিঅ-৬/৪৭৫২/৮৭, তারিখ : ১০-০৯-২০২৪ খ্রি.

জনাব,

যথাবিহিত সম্মান পূর্বক বিনীত নিবেদন এই যে, আমি মোঃ আব্দুল মালেক গাজী, প্রধান শিক্ষক, নবারুণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় সাতক্ষীরা। অত্র বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক, জনাব কবীর আহমেদ আমার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক অভিযোগ দায়ের করে। এ অভিযোগের ভিত্তিতে আপনার দপ্তর হতে তদন্তের জন্য সাতক্ষীরা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসার বিষয়টি তদন্তের জন্য সাতক্ষীরা সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব সঞ্জীব কুমার দাশ কে দায়িত্ব প্রদান করেন। কিন্তু তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব কবীর আহমেদ এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তথ্যকিপূর্ণ ও একপেশে একটি প্রতিবেদন আপনার দপ্তরে প্রেরণ করেন। এমতাবস্থায় একজন সৎ এবং নিষ্ঠাবান অফিসার দিয়ে আমার বিরুদ্ধে তদন্ত করালে প্রকৃত সত্য সামনে আসবে।

অতএব, জনাব সমীপে বিনীত প্রার্থনা, আবেদনটি গ্রহণ পূর্বক পুণরায় তদন্ত করার নির্দেশ প্রদানের জন্য জনাবের মর্জি হয়।

১২.০৯.২৪

(মোঃ আব্দুল মালেক গাজী)

প্রধান শিক্ষক,

নবারুণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, সাতক্ষীরা।